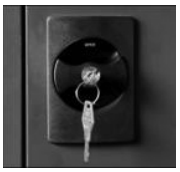

পাসওয়ার্ড ম্যানেজার কী, কেন এবং সেরা কয়েকটি পাসওয়ার্ড ম্যানেজার

লুৎফুন্নেছা রহমান

যদি আপনি ভেবে থাকেন, শিগগিরই পাসওয়ার্ডের ব্যবহার শেষ হয়ে যাবে, তাহলে বলব আবার ভাবুন। কেননা, পাসওয়ার্ড এখনো আছে এবং থাকবে। পাসওয়ার্ড দুর্বহ এবং মনে রাখা কঠিন। পাসওয়ার্ড সেট করার পর কোনো এক সময় আপনাকে আবার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে বলে। কখনো কখনো পাসওয়ার্ড অনুমান করা যায় এবং সহজে হ্যাকযোগ্য।

তবে যাই হোক, অনেক ব্যবহারকারী আছেন, যারা পাসওয়ার্ড পছন্দ করেন না। তবে পাসওয়ার্ড সেট করা হলো কমপিউটিং জীবনে এক বাস্তবতা। প্রযুক্তির বিবর্তনের ধারায় এসেছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ফেস-স্ক্যানিং টেকনোলজি। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ফেস-স্ক্যানিং টেকনোলজি দিয়ে এগুলো রিপ্লেস করে পাসওয়ার্ডকে বাতিল করার চেষ্টা করেছে। এগুলোর মধ্যে কোনোটি যথাযথ নয় এবং অনেকেই এখন ফিরে যাচ্ছে বিশ্বস্ত পুরনো পাসওয়ার্ডে, যা অনেকের কাছে অনেকটাই বিরক্তিকর। লক্ষণীয়, বেশিরভাগ লোকই দুর্বল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেন এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটে রিইউজ করেন। এখন প্রশ্ন হলো, আপনার ব্যবহৃত সব ওয়েবসাইটে কীভাবে শক্তিশালী, ইউনিক পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবেন? এ প্রশ্নের একমাত্র সমাধান হলো পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করা।

পাসওয়ার্ড ম্যানেজার কী?

পাসওয়ার্ড ম্যানেজার হলো পাসওয়ার্ডের একটি বইয়ের মতো এবং একটি মাস্টার কী দিয়ে লক করা, যা শুধু আপনি জানেন। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে পারেন এটি খুব খারাপ। কেননা, কেউ যদি আপনার মাস্টার পাসওয়ার্ড জেনে যায়, তাহলে কী হবে? নিঃসন্দেহে তা হবে উদ্বেগের ও ভয়ের কারণ। ধরে নিতে পারেন, আপনি একটি শক্তিশালী এবং ইউনিক পাসওয়ার্ড বেছে নিয়েছেন, তবে তা স্মরণযোগ্য।

পাসওয়ার্ড ম্যানেজার শুধু আপনার পাসওয়ার্ডই স্টোর করে না বরং এগুলো শক্তিশালী, ইউনিক পাসওয়ার্ড জেনারেট করতে আপনাকে সহায়তা করবে যখন একটি নতুন ওয়েবসাইটে সাইনআপ করবেন। এর অর্থ হচ্ছে, যখনই আপনি একটি ওয়েবসাইট অথবা অ্যাপে যাবেন, তখন পাসওয়ার্ড ম্যানেজার, পাসওয়ার্ড কপি, লগইন বক্সে পেস্ট করা প্রভৃতি কাজের লাগাম টেনে ধরে। সচরাচর পাসওয়ার্ড ম্যানেজারের সাথে ব্রাউজার এক্সটেনশন থাকে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার জন্য পাসওয়ার্ড পূরণ করে।

পাসওয়ার্ড স্টোর এবং ম্যানেজ করার জন্য ব্যবহৃত একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন হলো পাসওয়ার্ড ম্যানেজার। এটি ব্যবহারকারীর বিভিন্ন অনলাইন অ্যাকাউন্ট এবং সিকিউরিটি ফিচার স্টোর ও ম্যানেজ করে। পাসওয়ার্ড ম্যানেজার পাসওয়ার্ড স্টোর করে এনক্রিপটেড ফরম্যাটে এবং একটি মাস্টার পাসওয়ার্ডের সহায়তা আপনার সব পাসওয়ার্ড তথ্যে দেয় নিরাপদ অ্যাক্সেস।

তথ্য এনক্রিপ্ট করার ধরনের তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে স্টোরেজের ধরন এবং প্রদত্ত বাড়তি ফিচারের আলোকে পাসওয়ার্ড ম্যানেজারও বিভিন্ন রকম।

পাসওয়ার্ড ম্যানেজার হলো এমন এক অ্যাপ্লিকেশন, যা বিপুলসংখ্যক পাসওয়ার্ড এবং অ্যাকাউন্ট তথা মেইনটেইন করার সমাধান হিসেবে কাজ করে। এগুলো বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্টের লগইন তথ্য স্টোর করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফর্মে সেগুলো এন্টার করে। এটি হ্যাকারদের হামলা প্রতিহত করতে সহায়তা করে, যেমন কী স্ট্রোক লগইন এবং এটি মাল্টিপল পাসওয়ার্ড মনে রাখার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।

পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করতে কেমন লাগে?

পাসওয়ার্ডে দীর্ঘ লিস্ট মনে রাখার পরিবর্তে পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহারকারীর মানসিক চাপ বহুলাংশে কমিয়ে দেয়, বেশি বেশি উৎপাদনমুখী কাজ করার জন্য মস্তিষ্ককে ফ্রি রাখে।

একটি পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহারের সময় এবং একটি ওয়েবসাইটে লগ দরকার হলে স্বাভাবিকভাবে প্রথমেই দরকার হবে ওই ওয়েবসাইটে ভিজিট করা। এ অবস্থায় ওয়েবসাইটে আপনার পাসওয়ার্ড টাইপ করার পরিবর্তে পাসওয়ার্ড ম্যানেজারে আপনার মাস্টার পাসওয়ার্ড টাইপ করুন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েবসাইটে যথাযথ লগইন তথ্য পূর্ণ করে। যদি ইতোমধ্যে আপনার পাসওয়ার্ড ম্যানেজারে লগ করে থাকেন, তাহলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার জন্য ডাটা পূর্ণ করবে। ওয়েবসাইটের জন্য কোন ই-মেইল অ্যাড্রেস, ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার ▸

পাসওয়ার্ড পুনর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন

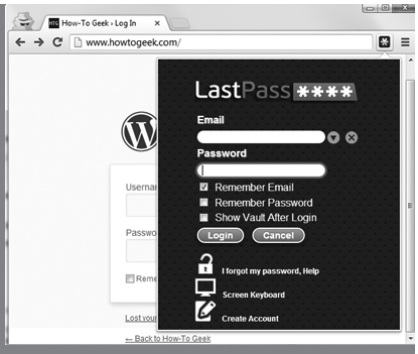

পাসওয়ার্ড রিইউজ বা পুনর্ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে পাসওয়ার্ড লিকের সৃষ্টি করে মারাত্মক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যা প্রতিবছর সংঘটিত হয়। এমনকি দীর্ঘ ওয়েবসাইটেও। যখন আপনার পাসওয়ার্ড লিক হয়, তখন স্বতন্ত্র ই-মেইল অ্যাড্রেসের ম্যালিশাস, ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড কম্বিনেশনে অন্য ওয়েবসাইটে চেষ্টা করতে পারে। যদি আপনি সব জায়গায় একই লগইন তথ্য ব্যবহার করেন, তাহলে একটি ওয়েবসাইটের একটি লিক সবাইকে আপনার অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেসের সুযোগ করে দিতে পারে। যদি এভাবে কেউ আপনার ই-মেইল অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস পায়, তাহলে সেগুলো পাসওয়ার্ড-রিসেট লিঙ্ক ব্যবহার করতে পারে অন্যান্য ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেসের জন্য। যেমন– আপনার অনলাইন ব্যাংকিং অথবা পেপাল অ্যাকাউন্টে।

পাসওয়ার্ড প্রতিহত করতে দরকার প্রত্যেক ওয়েবসাইটে ইউনিক পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা, যাতে মারাত্মক ক্ষতি না হয়। এ পাসওয়ার্ডটি হওয়া উচিত জটিল, দীর্ঘ, অনুমান করা কঠিন, যেখানে থাকবে নাম্বার এবং সিম্বলও।

ব্যবহারকারীর অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাক করার জন্য ওয়েবগিকের শত শত অ্যাকাউন্টে কোনো ব্যক্তির গড়ে ১০টি ভিন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ড থাকে। বিশেষ কোনো কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া এ ধরনের শক্তিশালী পাসওয়ার্ড মনে রাখা প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে আদর্শ কৌশল বা ট্রিক হলো পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করা, যা আপনার জন্য জেনারেট করে সিকিউর, র‍্যান্ডম পাসওয়ার্ড এবং সেগুলো মনে রাখে। সুতরাং আপনাকে মনে রাখার ঝামেলা পোহাতে হয় না।

করেছিলেন, তা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। কেননা, পাসওয়ার্ড ম্যানেজার আপনার জন্য এ ঝামেলাদায়ক ও বিরক্তিকর কাজটি করে দেবে।

যদি একটি নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন, তাহলে পাসওয়ার্ড ম্যানেজার একটি নিরাপদ র‍্যানডম পাসওয়ার্ড জেনারেট করার জন্য অফার করবে। সুতরাং, আপনাকে এ ব্যাপারে ভাবতে হবে না। ওয়েব ফর্মে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য পূরণ করার জন্য এটি কনফিগার করা যেতে পারে, যেমন অ্যাড্রেস, নেম এবং ই-মেইল অ্যাড্রেস।

পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করা দরকার কেন?

পাসওয়ার্ড ম্যানেজার একটি শক্তিশালী ও দৃঢ় পাসওয়ার্ড তৈরি করা এবং মনে রাখার ঝামেলা দূর করে। তিনটি কারণে দৃঢ় পাসওয়ার্ড তৈরি করার ব্যাপারে আমাদেরকে যত্নশীল হওয়া দরকার।

পাসওয়ার্ড প্রায় সব সময় চুরি হতে দেখা যায়। সাইট এবং সার্ভিস সব সময় ব্যত্যয়ের ঝুঁকির মধ্যে থাকে, ফিশিং অ্যাটাকের ম্যাধ্যমে কৌশলে হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে আপনার পাসওয়ার্ড।

সেরা কয়েকটি পাসওয়ার্ড ম্যানেজার

বিভিন্ন ধরনের পাসওয়ার্ড ম্যানেজার থাকলেও সবগুলোর ফিচার যে আমাদের প্রত্যাশিত সব চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম, তা বলা যায় না কোনোভাবে। তবে কিছু পাসওয়ার্ড ম্যানেজার আছে, যেগুলো ফিচার বা অপশনের বিবেচনায় অন্যদের তুলনায় সেরা বলা যায়। প্রতিটি হলো সলিড অপশনবিশিষ্ট এবং কোন অপশন আপনার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তার ওপর ভিত্তি করে বেছে নিতে পারেন আপনার পছন্দের পাসওয়ার্ড ম্যানেজার।

কীপাস

কীপাস (KeePass) আপনার পাসওয়ার্ড ম্যানেজ করার জন্য একটি জনপ্রিয় ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন। তবে এতে সমন্বিত রয়েছে ব্রাউজার এক্সটেনশন এবং কীপাসের জন্য মোবাইল অ্যাপস। কীপাস আপনার কমপিউটারে পাসওয়ার্ড স্টোর করে, যাতে

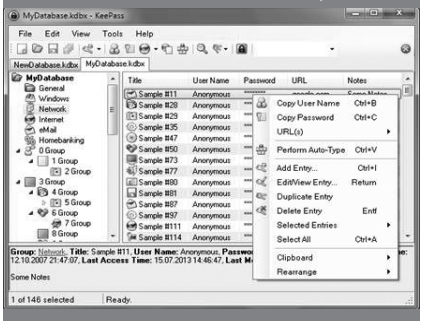

আপনি তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকেন। এটি একটি ওপেন সোর্স পাসওয়ার্ড ম্যানেজার। সুতরাং আপনি চাইলে এর কোড অডিট করতে পারেন। এর দুর্বলতা হলো, আপনি পাসওয়ার্ডের জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য এবং তাদেরকে ডিভাইসগুলোর মাঝে ম্যানুয়ালি সিঙ্ক করতে হয়

ব্রাউজারভিত্তিক পাসওয়ার্ড ম্যানেজার যে কারণে আদর্শ নয়

ওয়েব ব্রাউজার যেমন ক্রোম, ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এবং অন্যান্য ওয়েব ব্রাউজারের সাথে ইন্টিগ্রেটেড রয়েছে পাসওয়ার্ড ম্যানেজার। প্রতিটি ব্রাউজারের বিল্ট-ইন পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ডেডিকেটেড পাসওয়ার্ড ম্যানেজারের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। লক্ষণীয়, ক্রোম এবং ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার কমপিউটারে একটি এনক্রিপটেড ফর্মে আপনার পাসওয়ার্ড স্টোর করে। ব্যবহারকারীরা আপনার কমপিউটারের পাসওয়ার্ড ফাইলে অ্যাক্সেস করতে এবং সেগুলো ভিউ করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার কমপিউটারের হার্ডড্রাইভ এনক্রিপ্ট করছেন।

মজিলা ফায়ারফক্স 'মাস্টার পাসওয়ার্ড' ফিচারসমৃদ্ধ, যা আপনার সেভ করা পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট করার সুযোগ করে দেয় একটি সিঙ্গেল পাসওয়ার্ডসহ। এগুলো আপনার কমপিউটারে স্টোর হয় এনক্রিপ্ট করা ফরম্যাটে। যাই হোক, ফায়ারফক্সের পাসওয়ার্ড ম্যানেজারকে একটি আদর্শ সমাধান হিসেবে গণ্য করা যায় না। এর ইন্টারফেস আপনাকে র‍্যান্ডম পাসওয়ার্ড জেনারেট করতে তেমন সহায়তা করতে পারে না। কেননা, বিভিন্ন ফিচারে এর দুর্বলতা রয়েছে, যেমন ক্রশপ্লাটফর সিঙ্কসিং (ফায়াফক্স আইওএস ডিভাইসে সিঙ্ক করা যায় না)।

একটি ডেডিকেটেড পাসওয়ার্ড ম্যানেজার আপনার পাসওয়ার্ড স্টোর করবে একটি এনক্রিপটেড ফর্মে, একটি সিকিউর র‍্যান্ডম পাসওয়ার্ড জেনারেট আপনাকে সহায়তা করার জন্য অফার করে অধিকতর শক্তিশালী ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন ডিভাইস যেমন কমপিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট প্রভৃতি ডিভাইসে সহজে আপনার পাসওয়ার্ডের অ্যাক্সেস অনুমোদন করে।

ড্যাশল্যান

ড্যাশল্যান (Dashlane) হলো এক শক্তিশালী দৃঢ় পাসওয়ার্ড ম্যানেজার অ্যাপ এবং নিরাপদ ডিজিটাল ওয়ালেট। এ অ্যাপ প্রায় সব প্লাটফরমে যেমন উইন্ডোজ, ওএস এক্স, আইফোন, আইপ্যাড এবং অ্যান্ড্রয়েড সাপোর্ট করে। প্রায় সব ব্রাউজারের জন্য এগুলোর রয়েছে এক্সটেনশন, সিকিউরিটি ড্যাশবোর্ডের ফিচার, যা আপনার পাসওয়ার্ড অ্যানালাইজ করে। এগুলোর রয়েছে একটি স্বয়ংক্রিয় পাসওয়ার্ড চেঞ্জার, যা আপনার জন্য পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারে

ড্যাশল্যানের অন্যতম এক সেরা ফিচার

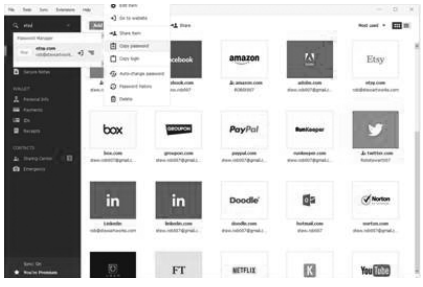

হলো– এটি একটি সিঙ্গেল ডিভাইসে সম্পূর্ণ ফ্রি ব্যবহার করা যাবে। যদি ডিভাইসের মাঝে পাসওয়ার্ড সিঙ্ক করতে চান, তাহলে আপনাকে প্রিমিয়াম ভার্সনে আপগ্রেড করতে হবে। তবে এর আগে ফ্রি-তে এটি টেস্ট করে নিতে পারবেন।

সিকিউরিটি প্রসঙ্গে ড্যাশল্যানে রয়েছে বাড়তি সুবিধা, কেননা ক্লাউডে রাখার পরিবর্তে আপনার কমপিউটারে সব পাসওয়ার্ড লোকালি রাখার অপশন পাচ্ছেন।

লাস্টপাস

লাস্টপাস (LastPass) হলো এক্সটেনশনসহ একটি ক্লাউডভিত্তিক পাসওয়ার্ড ম্যানেজার। এতে সমন্বিত থাকে মোবাইল অ্যাপস, আপনার প্রত্যাশিত সব ব্রাউজার এবং অপারেটিং সিস্টেমের জন্য ডেস্কটপ অ্যাপস। এটি খুব শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ম্যানেজার, অফার করে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন অপশন। সুতরাং নিশ্চিত থাকতে

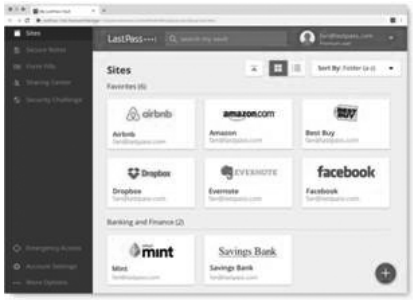

পারবেন, কেউ আপনার পাসওয়ার্ড ভল্টে লগইন করতে পারবে না। লাস্টপাসে রয়েছে অনেক সিকিউরিটি অপশন। এটি লাস্টপাসের সার্ভারে একটি এনক্রিপটেড ফর্মে আপনার পাসওয়ার্ড স্টোর করে। লাস্টপাস এক্সটেনশন অথবা অ্যাপ লোকালি সেগুলো ডিক্রিপ্ট এবং এনক্রিপ্ট করে যখন লগইন করবেন। সুতরাং লাস্টপাস আপনার পাসওয়ার্ড দেখতে পারবে না যদি তারা চায়। যেহেতু ক্লাউডভিত্তিক পাসওয়ার্ড ম্যানেজার, তাই এটি সবার জন্য নয় এবং অনেকেই এই পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না কজ